দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 06 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

লেখক-প্রকাশক ক্ষতির সম্মুখীন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতারাতি সিলেবাস পরিবর্তন

মামুন-অর-রশীদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস প্রণয়ন কমিটির কারসাজির কারণে প্রকাশক ও লেখকরা বেকায়দায় পড়েছেন। বই লেখক ও প্রকাশকদের কোন রকম পূর্ব হুঁশিয়ারি ছাড়াই ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রযোজ্য সিলেবাসের রাতারাতি পরিবর্তনের ফলে তাদের কোটি কোটি টাকার বই বাতিল হয়ে যাবে। এতে লেখক-প্রকাশক চরম আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হবেন।

সাধারণত সিলেবাস অদল-বদল করতে হলে চলতি সিলেবাস দুই বছর সামনে রেখেই নতুন সিলেবাস তৈরি ও সিলেবাসভিত্তিক নতুন বই লেখার জন্য লেখকদের পর্যাপ্ত সময় দিয়েই তা করতে হয়। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই নিয়ম-নীতি পরিহার করে ১৯৯৭-৯৮ অর্থাৎ বর্তমান সেশন শুরুর পূর্বক্ষণে এই পরিবর্তন করতে যাচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসও ১৯৯৮ থেকে বদল হতে যাচ্ছে। কিন্তু তা দু'বছর সময় দিয়েই করা হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাস ফলোআপ করার জন্য মাধ্যমিক সিলেবাস-এর দু'বছর আগেই করা হয়েছে। অর্থাৎ মাধ্যমিক সিলেবাসের অনুকরণেই উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাস আসবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসকে ফলোআপ করেই ডিগ্রী সিলেবাস প্রণীত হবে। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এসব নিয়মনীতি এবং গতিধারা বর্জন করে পূর্বে কোন প্রকার হুঁশিয়ারি না দিয়েই চলতি সালে সিলেবাস তৈরি করেছে এবং বর্তমান সেশন অর্থাৎ ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ হতেই তা কার্যকর করতে যাচ্ছে। সেশন আরম্ভ হতে যাচ্ছে ১ এপ্রিল ১৯৯৮ থেকে। নতুন সেশনের নতুন ক্লাস শুরু হতে আর মাত্র তিন মাস বাকি অথচ এখন পর্যন্ত নতুন সিলেবাস ছাপা হয়নি এবং বাজারে আসেনি। ছাত্রছাত্রীরা নতুন সিলেবাসের বই পাবে কোথায় এই নিয়ে তাদের মধ্যে ব্যাপক হতাশার খবর পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে নতুন সিলেবাস ছাপা হয়ে হয়ত বাজারে আসবে। তখন থেকে ক্লাস শুরুর সময় থাকবে মাত্র দু'মাস। এত অল্প সময়ে কোন লেখক বই লিখে বাজারে দিতে পারবেন না তাহলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই তাড়াহুড়া কেন এবং কার স্বার্থে করছে সে বিষয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

যে সিলেবাস এখনও ছাপাই হলো না এবং বাজারেও আসেনি অথচ সেই সিলেবাসে রেফারেন্স দেয়া বই বাজারে চলে এসেছে। এখানে সূক্ষ্ম কারসাজি রয়েছে বলে ছাত্রছাত্রী, লেখক ও প্রকাশক মহল অভিযোগ করেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পাসকোর্সে বিএম ডিগ্রীর বিষয় মার্কেটিং-এর সিলেবাস প্রণয়ন কমিটির একজন সদস্যের সিলেবাসে রেফারেন্সভুক্ত হয়েছে। এই বইটি ডিসেম্বর '৯৭-এ প্রকাশিত হয়েছে অথচ জুন '৯৭-এ অনুমোদিত সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বই প্রকাশিত হওয়ার আগে নতুন সিলেবাসে রেফারেন্সভুক্তির ঘটনা নিয়ে বই লেখক ও প্রকাশক মহলে উত্তেজনা বিরাজ করছে। পাশাপাশি অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বই রিফারেন্সভুক্ত না করায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে।